স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা-২০২১

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

কৃষি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১. ভূমিকা :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতা নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রাধানমন্ত্রীর উদ্যোগে বর্তমান সরকার এপ্রিল ৬, ২০০৯ তারিখ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করেছে । প্রণীত এই আইনের ৪ ধারায় প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে । তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তথ্য কমিশন গঠন করা হয়েছে । বর্ণিত আইনের ১০ ধারায় তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষকে তথ্য প্রদান ইউনিট –এর জন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে ।

২.১ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর পটভূমি :

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য দেশের কৃষি গবেষণার মান উন্নয়ন ও দ্বৈততা পরিহার কল্পে গবেষণা কর্মকান্ডের সমন্বয় করা। পরবর্তীতে বিভিন্ন আইনের সংশোধনের মাধ্যমে গবেষণা ইনস্টিটিউটসমূহের পুনর্গঠন করা হয় এবং পরিশেষে ১৯৯৬ সালে বিএআরসি এ্যক্ট প্রণীত হয়। এই আইনের মাধ্যমে বিএআরসি জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের একটি শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনশক্তি উন্নয়ন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, গবেষণা অগ্রাধিকার নির্ধারন, গবেষণা কর্মসূচী সমন্বয়, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ণ ইত্যাদি কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয় । উল্লেখ্য এসব কর্মকান্ডকে জোরদার করার লক্ষ্যে বিএআরসি এ্যাক্ট ২০১২ প্রণীত হয়েছে।

রুপকল্পঃ দক্ষ, কার্যকরী এবং টেকসই কৃষি গবেষণা সিস্টেম।
উদ্দেশ্যঃ কৃষির উন্নয়নকল্পে উন্নত জাত ও লাগসই প্রযুক্তি এবং তথ্য উদ্ভাবনের লক্ষ্যে নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারী সংস্থা এবং অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গবেষণা সক্ষমতা জোরদারকরণ।

কাউন্সিলের লক্ষ্যসমূহঃ (১) জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমকে শক্তিশালী করণ; (২) চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির উদ্ভাবন; (৩) গবেষণা সহায়তার লক্ষ্যে প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন; (৪) উন্নত প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গবেষণা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি।

২.২. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর কার্যাবলি:

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন-২০১২ অনুযায়ী এর উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী নিম্নরুপ:

“কাউন্সিলের উদ্দেশ্য হইবে জাতীয় প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইনস্টিটিউট এবং সহযোগী সংগঠণসমূহের মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক গবেষণা, পরিকল্পনা পরিচালনা, সমন্বয়, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করা। এতদুদ্দেশ্যে কাউন্সিল নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবে, যথা:-

(ক) কৃষি সম্পর্কিত জাতীয় নীতিমালার ভিত্তিতে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত সকল গবেষণার নিয়মাবলী এবং উহাদের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা এবং কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে বিদেশী সহায়তার ব্যবহার সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ করা;
(খ) ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমের দিক-নির্দেশনামূলক গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
(গ) কৃষি ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
(ঘ) জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত
(অ) সকল ইনস্টিটিউটের বার্ষিক গবেষণা কর্মসূচী (অজচ), প্রকল্প পুনরীক্ষণ ও সুপারিশ এবং সকল বার্ষিক গবেষণা কর্মসূচী ও বাজেট পুনরীক্ষণ ও তৎবাবদ গবেষণা মঞ্জুরি শুধুমাত্র গবেষণা উপ-খাতে এবং গবেষণা সহায়তা আকারে সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থের ইনস্টিটিউট ভিত্তিক বরাদ্দ হইবে।
(আ) “খ” তফসিলভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক কার্যাবলী ও তৎসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হইবে।
(ই) কৃষি খাতের সকল গবেষণার সমন্বয় ও তৎসংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের তত্ত¡াবধানে সম্পন্ন হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানের স্বাতর্ন্ত্য, স্বকীয়তা এবং গবেষণার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিয়া গবেষণায় দ্বৈততা পরিহার করার লক্ষ্যে গবেষণা মঞ্জুরি এর বরাদ্দ এবং পরিচালনা সংক্রান্ত একটি বিধি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা জারি করিবে এবং উক্ত বিধির ভিত্তিতে গবেষণা মঞ্জুরি পরিচালিত হইবে।

(ঙ) কাউন্সিল কর্তৃক, চুক্তির ভিত্তিতে বা অন্য কোনভাবে, কোন ইনস্টিটিউট বা সহযোগী সংগঠনকে প্রদত্ত সহায়তায় বাস্তবায়ন করা হইবে এইরূপ গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদন করা এবং উক্তরূপ গবেষণা প্রস্তাব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ এবং গবেষণা কার্যক্রম মূল্যায়ন ও পরীক্ষা করা;

(চ) গবেষণার মান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে--
(অ) প্রতিটি ইনস্টিটিউটের গৃহীত কার্যক্রম এবং চলমান কার্যাবলীর অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা;
(আ) প্রতিটি ইনস্টিটিউটের গৃহীত কার্যক্রম এবং স¤পাদিত কার্যাবলী একটি অভ্যন্তরীণ বিশেষজ্ঞ প্যানেল দ্বারা, সময় সময়, পুনরীক্ষণের ব্যবস্থা করা;
(ই) পাঁচ বৎসর অন্তর অন্তর প্রতিটি ইনস্টিটিউটের গৃহীত কার্যক্রম ও সম্পাদিত কার্যাবলী উক্ত ইনস্টিটিউট-বহির্ভূত একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল দ্বারা পুনরীক্ষণ এর ব্যবস্থা করা;

(ছ) নূতন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা কেন্দ্র, গবেষণা স্থল, গ্রন্থাগার, তথ্য কেন্দ্র, যাদুঘর, হারবেরিয়াম জার্ম প্লাজম, উদ্ভিদ প্রবর্তন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ করা;

(জ) জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমকে যুক্তিসংগত ও বাস্তবসম্মত রূপ দেয়ার উদ্দেশ্যে, সিস্টেমভুক্ত ইনস্টিটিউট এবং উহাদের অধীনস্থ গবেষণাস্থল বা গবেষণা কেন্দ্র, গবেষণাগার, গ্রন্থাগার, তথ্য কেন্দ্র, যাদুঘর, হারবেরিয়াম, জার্ম প্লাজম এবং উদ্ভিদ প্রবর্তন কেন্দ্র এবং অন্যান্য স্থাপনার সংখ্যা, অবস্থান ও কার্য পরিধি নির্ধারণ, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সম্পর্কে সরকারকে বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউটকে পরামর্শ প্রদান করা;

(ঝ) কৃষি ক্ষেত্রে প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করা এবং ইনস্টিটিউট ও সহযোগী সংগঠনসমূহের ফলাফল ও প্রযুক্তি প্রচার এবং মাঠ পর্যায়ে, প্রয়োগ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা দূরীকরণের জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, ইনস্টিটিউটকে পরামর্শ প্রদান;

(ঞ) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে ইহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারণ করা;
(ট) কাউন্সিল, ইনস্টিটিউট এবং ক্ষেত্রমত, সহযোগী সংগঠনসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কৃষি গবেষণা ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঠ) সরকারি নীতির আওতায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন, কর্মশালা ও সেমিনারে কাউন্সিল ও ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
(ড) কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য কার্যকর এবং উপযোগিতাস¤পন্ন উদ্ভাবন ও সরঞ্জামাদির দ্রুত পরীক্ষা, অভিযোজন ও ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা সংগঠনসমূহ ও অন্যান্য দেশের কৃষি গবেষণা সংগঠনসমূহের সহিত সংযোগ রক্ষা করা;

(ঢ) ইনসিটিটিউট এবং ক্ষেত্রমত, সহযোগী সংগঠনসমূহ কর্তৃক গৃহীত গবেষণা প্রকল্প ও কার্যক্রমের স¤পদনোত্তর মূল্যায়ন করা এবং উহাদিগকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা;

(ণ) যে কোন সংস্থা অথবা ব্যক্তির উদ্যোগে গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালনার লক্ষ্যে, গভর্নিং বডির অনুমোদনক্রমে endoment fund, trust fund ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা;

(ত) কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত প্রবিধানের ভিত্তিতে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে endoment fund, trust fund পরিচালনা করা এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি, বানিজ্যিক ভিত্তিতে স¤প্রসারণের উদ্দেশ্যে, উক্ত ফান্ডের মাধ্যমে লাভজনক কর্মসূচী গ্রহণ করা;

(থ) গবেষণা-স¤প্রসারণ-কৃষক-মার্কেট সংযোগ জোরদার করার লক্ষ্যে স¤প্রসারণ সংস্থাসমূহের কর্মকান্ড সমন্বয়ে সহায়ক ভ‚মিকা পালন করা;

(দ) কৃষি গবেষণাকে উৎসাহিত করার জন্য বিশেষ মেধার প্রয়োজন হয় এইরূপ নবপ্রবর্তনমসূলক বা গবেষণামূলক কর্মস¤পাদনের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের যে কোন বিজ্ঞানীকে, সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে গভর্নিং বডির অনুমোদনক্রমে, সম্মানী হিসাবে নগদ অর্থ অথবা অন্য কোনরূপ পুরস্কার প্রদান করাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার অনুমোদিত উদ্দীপনা স্কীম প্রণয়নের প্রয়োজন হইবে;

(ধ) উপরিউক্ত কার্যাবলী এবং এই আইনের অধীন অন্যান্য বিধানের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় ও আনুষংগিক কার্যাবলী স¤পাদন করা।”

৪. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়নের যৌক্তিকতা/উদ্দেশ্য

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনগণের জানার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা; জনগণের চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সর্বোপরি জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তথ্য-অধিকার নিশ্চিত করতে গত ২৯ মার্চ ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস করেছে। আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তিনটি প্রবিধানমালাও প্রণীত হয়েছে।

- তথ্য অধিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরো সুসংগত করার অন্যতম শর্ত। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের তথ্য জনগণের কাছে উন্মুক্ত হলে কাউন্সিলের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর হবে। এতে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা এবং জনগণের কাছে সকল কাজের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠিত হবে।

- জনগনের জন্য অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছে, তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণভাবে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল অবাধ তথ্য প্রবাহের চর্চা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর।

- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল অবাধ তথ্যপ্রবাহের চর্চার ক্ষেত্রে যেন কোনো দ্বিধাদন্দ্বের সৃষ্টি না হয়, সেজন্য একটি তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন আবশ্যক বলে মনে করছে । সুতরাং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ ও এ সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালাসমূহের আলোকে ও সাযুজ্যতা সাপেক্ষে এই স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হলো।

৫.১ নির্দেশিকার শিরোনাম

এই নির্দেশিকা "বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০২১'' নামে অভিহিত হবে।

৫.২। নির্দেশিকার ভিত্তি

১. প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
২. অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ : নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
৩. অনুমোদনের তারিখ : ০৯/১২/২০২১ খ্রি:
৪. বাস্তবায়নের তারিখ : এই নির্দেশিকা আগামী ০১ জানুয়ারি, ২০২২ থেকে বাস্তবায়ন করা হবে।
৫. নির্দেশিকার প্রযোজ্যতা : নির্দেশিকাটি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৫.৩ সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকলে এ নির্দেশিকায়

০১. 'তথ্য' অর্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের গঠন, বিধি , দাপ্তরিক ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট যে কোনো স্মারক, হিসাব বিবরণী, প্রতিষ্ঠান, পত্র, নমুনা, দলিল, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ, লগ-বই,উপাত্ত-তথ্য, চুক্তি, মানচিত্র, নকশা, বই, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন দলিল, ফিল্ম, অঙ্কিত চিত্র, ভিডিও, অডিও, আলোকচিত্র, প্রকল্প-প্রস্তাব, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিল এবং ভৌত গঠন ও বৈশিষ্ট্য র্নিবিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহুল বস্তুর অনুলিপি বা প্রতিলিপিও এর অর্ন্তভুক্ত হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোটশিট বা নোটশিটের প্রতিলিপি এর অর্ন্তভুক্ত হবে না।

০২. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অর্থ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ১০-এর অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা।

০৩. বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অর্থ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত কর্মকর্তা।

০৪. আপিল কর্তৃপক্ষ অর্থ সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

০৫. তৃতীয় পক্ষ অর্থ তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধকারী বা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অনুরোধকৃত তথ্যের সঙ্গে জড়িত অন্য কোনো পক্ষ।

০৬. তথ্য কমিশন অর্থ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ধারা ১১-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত তথ্য কমিশন।

০৭. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯।

০৮.তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অর্থ তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯।

০৯.কর্মকর্তা অর্থে কর্মচারীও অর্ন্তভুক্ত হবে।

১০.তথ্য অধিকার অর্থ কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট হতে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার।

১১. আবেদন ফরম অর্থ তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯-এর তফশিলে নির্ধারিত আবেদনের ফরমেট ফরম 'ক'।

১২. আপিল ফরম অর্থ তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯-এর তফশিলে নির্ধারিত আবেদনের ফরমেট ফরম 'গ'।

১৩. পরিশিষ্ট অর্থ এই নির্দেশিকার সঙ্গে সংযুক্ত পরিশিষ্ট।

৬। **তথ্যের ধরন এবং ধরন অনুসারে তথ্য প্রকাশ ও প্রদান পদ্ধতি:**

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সমুদয় তথ্য নিম্নোক্ত ৩ শ্রেণিতে ভাগ করা হবে এবং নির্ধারিত বিধান অনুসারে তা প্রদান ও প্রকাশ করা হবে।

ক. স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য:

(১) এই ধরণের তথ্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল স্বপ্রণোদিত হয়ে নোটিশবোর্ডে, ওয়েবসাইটে, মুদ্রিত বই বা প্রতিবেদন আকারে, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এবং প্রচারণাসহ অন্যান্য গ্রহণযোগ্য মাধ্যমে প্রকাশ ও প্রচার করবে।

(২) এই ধরনের তথ্য চেয়ে কোনো নাগরিক আবেদন করলে তখন তা চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্য হিসেবে বিবেচিত হবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধরিত পন্থায় আবেদনকারীকে প্রদান করবেন।

(৩) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিবছর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে এবং বার্ষিক প্রতিবেদনে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ –এর ধারা ৬(৩)-এ উল্লিখিত তথ্যসমূহ সংযোজন করবে।

(৪) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য একটি তালিকা করেছে এবং এই নির্দেশিকার পরিশিষ্টে (পরিশিষ্ট ৪) ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ করা হয়েছে।

(৫) প্রতি তিন মাস অন্তর প্রয়োজনে এই তালিকা (নির্দেশিকা) হালনাগাদ করা হবে।

খ. চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্য:

(১) এই ধরনের তথ্য কোনো নাগরিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্যঅধিকার আইন ২০০৯ এর বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রদান করতে হবে।

২) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে এবং এই নির্দেশিকার পরিশিষ্টে (পরিশিষ্ট ৪) ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ ও প্রচার করবে।

গ. প্রদান ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় এমন তথ্য:

এই নির্দেশিকার অনুচ্ছেদে যা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ –এর ৭ ধারার বর্ণিত তথ্যসমূহ প্রদান বা প্রকাশ বা প্রচার করতে বাধ্য থাকবে না।

৭। তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা:

(ক) তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি:

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল তথ্য সংরক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করবে:

(১) নাগরিকের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল তার যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ এবং ইনডেক্স প্রস্তুত করে সেগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে।

(২) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ যে সব তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণের উপযুক্ত বলে মনে করবে সেসকল তথ্য যুক্তিসংগত সময়সীমার মধ্যে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করবে এবং তথ্য লাভের সুবিধার্থে সমগ্র দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তার সংযোগ স্থাপন করবে।

(৩) তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধান, ২০১০ অনুসরণ করবে।

(খ) তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা:

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০ অনুসরণ করবে।

(গ) তথ্যের ভাষা;

(১) তথ্যের মূল ভাষা হবে বাংলা । কোনো তথ্য যদি অন্য কোনো ভাষায় উৎপন্ন হয়ে থাকে তাহলে তা সেই ভাষায় সংরক্ষিত হবে। দাপ্তরিক প্রয়োজনে তথ্য অনুবাদ করা যাবে।

(২) তথ্য যে ভাষায় সংরক্ষিত থাকবে সেই ভাষাতেই আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হবে। আবেদনকারীর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো তথ্য অনুবাদ করার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষ বহন করবে না।

(ঘ) তথ্যের হালনাগাদকরণ:
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের বিভাগ/ইউনিট সমূহ প্রতি তিন মাস অন্তর বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় অন্তর তথ্য হালনাগাদ করবে।

৮। **দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ:**

(১)তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ১০(১) অনুসারে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল একজন দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করেছে।

(২) পরবর্তীকালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের অধীনে কোনো কার্যালয়/ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হলে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ১০(৩) অনুসারে উক্তরূপ ইউনিট/ ইউনিটসমূহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে।

(৩) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ দেবেন এবং নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা নিয়োগ প্রদানের পরবর্তী ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে নির্ধারিত ফরম্যাটে (তথ্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে) লিখিতভাবে তথ্য কমিশনে প্রেরণ করবেন এবং বিভাগের আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে তার অনুলিপি প্রেরণ করবেন।

(৪) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর অধীনে দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অন্য যে কোনো কর্মকর্তার সহায়তা চাইতে পারবেন এবং কোনো কর্মকর্তার কাছ থেকে এরূপ সহায়তা চাওয়া হলে তিনি উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।

(৫) কোনো দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে অন্য কোনো কর্মকর্তার সহায়তা চাইলে এবং এরূপ সহায়তা প্রদানে ব্যর্থতার জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর কোনো বিধান লঙ্ঘিত হলে এই আইনের অধীনে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে উক্ত অন্য কর্মকর্তাও দায়িত্বপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবেন।

(৬) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা তার কার্যালয়ের প্রকাশ্য স্থানে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমনভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

(৭) তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকার পরিশিষ্টে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা প্রকাশ করবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পরিবর্তন হলে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য হালনাগাদ করা হবে। ওয়েবসাইটেও তা প্রকাশ করা হবে।

৯. **বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ**

১) বদলী বা অন্য কোন কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে দায়িত্বপালনের জন্য বিএআরসি একজন বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালনকালীন আইন অনুসারে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে বিবেচিত হবেন।

২) বদলী বা অন্য কোন কারণে এই পদ শূন্য হলে, অবিলম্বে নতুন বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে।

৩) 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি' তার জন্য প্রযোজ্য হবে।

১০। তথ্যের মূল্য ও মূল্য পরিশোধ :

(১) কোনো অনুরোধকৃত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সরবরাহের জন্য মজুদ থাকলে তিনি তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯-এর তফশিলে উল্লেখিত ফরম 'ঘ' অনুসারে সেই তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করবেন এবং অনধিক ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে সেই অর্থ চালান কোড নং ১-৬৬০১-০০০১-১৮০৭-এ জমা করে ট্রেজারি চালানের কপি তাঁর কাছে জমা দেয়ার জন্য অনুরোধকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন; অথবা

(২) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্যের অনুরোধকারী কর্তৃপক্ষ পরিশোধিত মূল্য রশিদের মাধ্যমে গ্রহণ করবেন এবং প্রাপ্ত অর্থ চালান কোড নং ১-৬৬০১-০০০১-১৮০৭-এ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা দেবেন।

১১। আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তি:

১২.১ আপিল কর্তৃপক্ষ:
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের আপিল কর্তৃপক্ষ হবেন কৃষি মন্ত্রণালয় এর সচিব/ সিনিয়র সচিব।

১২.২ আপিল পদ্ধতি:
(ক) কোনো ব্যক্তি এই নির্দেশিকার নীতি ১০-এর (৩), (৪) বা (৫) –এ নির্ধরিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য লাভে ব্যর্থ হলে কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোনো সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অতিরিক্ত মূল্য ধার্য বা গ্রহণ করলে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার, বা ক্ষেত্রমতে, সিদ্ধান্ত লাভের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তঅবি, ২০০৯-এর তফশিলে নির্ধারিত ফরমে 'গ' এর মাধ্যমে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করতে পারবেন।

(খ) আপিল কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপিলকারী যুক্তিসংগত কারণে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপিল দায়ের করতে পারেননি, তাহলে তিনি উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও আপিল আবেদন গ্রহণ করতে পারবেন।

১২.৩ আপিল নিষ্পত্তি:
(১) আপিল কর্তৃপক্ষ কোনো আপিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের পূর্বে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন-
(ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং এতদ্সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তার শুনানি গ্রহণ;
(খ) আপিল আবেদনে উল্লেখিত সংক্ষুব্ধতার কারণ ও প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তিসমূহ বিবেচনা; এবং
(গ) প্রার্থিত তথ্য প্রদানের সঙ্গে একাধিক তথ্য প্রদানকারী উইং যুক্ত থাকলে সংশ্লিষ্ট উইংসমূহের শুনানি গ্রহণ।

(২) আপিল আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষ-
(ক) উপানুচ্ছেদ (১)-এ উল্লেখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণপূর্বক তথ্য সরবরাহ করার জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিবেন; অথবা
(খ) তাঁর বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হলে আপিল আবেদনটি খারিজ করতে পারবেন।

(৩) আপিল আবেদনের নির্দেশ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা –
(ক) যত দ্রুত সম্ভব প্রার্থিত তথ্য সরবরাহ করবেন, তবে এই সময় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ –এর ধারা ২৪(৪) –এ নির্দেশিত সময়ের অধিক হবে না; অথবা
(খ) ক্ষেত্রমতে তিনি তথ্য সরবরাহ থেকে বিরত থাকবেন।

১৩। **তথ্য প্রদানে অবহেলায় শাস্তির বিধান:**

১৩.১ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এই নির্দেশিকার বিধি-বিধান সাপেক্ষ কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যুদ কোনো আবেদনকারীকে তথ্য বা এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানে ব্যর্থ হন বা তথ্যপ্রাপ্তির কোনো অনোধ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন বা সিদ্ধান্ত প্রদানে ব্যর্থ হন বা ভুল অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর , বিকৃত তথ্য প্রদান করেন বা কোনো তথ্য প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন বা তথ্য অধিকার পরিপন্থি কোনো কাজ করেন তাহলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার এহেন কাজকে অসদাচরণ হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট চাকুরি বিধিবিধান অনুসারে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৩.২ এই নির্দেশিকার যথাযথভাবে অনুসরণে গাফিলতির কারণে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ব্যতয় ঘটলে এবং এর কারণে কোনো কর্মকর্তা তথ্য কমিশন কর্তৃক শাস্তি পেলে তা তাঁর ব্যক্তিগত দায় হিসেবে গণ্য হবে এবং কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং গৃহীত ব্যবস্থার বিষয়ে তথ্য কমিশনকে অবহিত করবে।

১৪. জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি :

বিএআরসি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্য কোন পন্থায় প্রচার বা প্রকাশ করবে।

১৫. নির্দেশিকার বাস্তবায়ন ও মনিটরিং

১) এই নির্দেশিকা অনুসরণের জন্য অফিস আদেশসহ বিএআরসি সকল বিভাগ/ ইউনিটে এটি প্রেরণ করবে।

২) এই নির্দেশিকার বাস্তবায়ন তদারকির জন্য বিএআরসি'র তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি থাকবে। বিএআরসি'র জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর আবশ্যিক সদস্য হবেন।

১৬. **নির্দেশিকার সংশোধন :** এই নির্দেশিকা সংশোধনের প্রয়োজন হলে বিএআরসি ৩-৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করবে। কমিটি নির্দেশিকা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের কাছে সংশোধনের প্রস্তাব করবে। অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে নির্দেশিকা সংশোধন কার্যকর হবে।

১৭. **নির্দেশিকার ব্যখ্যা :** এই নির্দেশিকার কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা দেখা দিলে নির্দেশিকা প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ তার ব্যখ্যা প্রদান করবে।

পরিশিষ্ট :

পরিশিষ্ট-১ : দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

ক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল	যোগাযোগের ঠিকানা
১.	মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান প্রধান টেকনিক্যাল অফিসার	ফোন: +৮৮-০২-৪৮১১৭৯২৬ মোবাইল: +৮৮-০১৭১৭১৭১৯৮৬ ই-মেইল: m.rahman@barc.gov.bd ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৪৮১১৭৯১৫ ওয়েবসাইট: www.barc.gov.bd	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ফার্মগেট, ঢাকা - ১২১৫

পরিশিষ্ট-২ : বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

ক্রম	বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল	যোগাযোগের ঠিকানা
১	ড. সুস্মিতা দাস প্রিন্সিপাল ডকুমেন্টেশন অফিসার	ফোন: ৪৮১১৭৯৩২ মোবাইল: ০১৭১১১০২১৯৮ ইমেইল:susmitabarc@gmail.com ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৪৮১১৭৯১৫ ওয়েবসাইট: www.barc.gov.bd	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ফার্মগেট, ঢাকা - ১২১৫

পরিশিষ্ট-৩ : আপিল কর্তৃপক্ষ

ক্রম	আপিল কর্তৃপক্ষের নাম ও পদবি	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল	যোগাযোগের ঠিকানা
১	মোঃ মেসবাহুল ইসলাম সিনিয়র সচিব কৃষি মন্ত্রণালয়	ফোনঃ ৮৮-০২- ৯৫৪০১০০ মোবাইল: ৮৮- ০১৭০৭৭৭৪০৫১ ই-মেইলঃ secretary@moa.gov.bd ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৫৭৬৫৬৫ ওয়েবসাইট: www.moa.gov.bd	ভবন: # ৪. কৃষি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

পরিশিষ্ট-৪ : স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের মাধ্যম

ক্রমিক নং	তথ্যের বিবরণ	সেবা প্রদান পদ্ধতি
১.	কাউন্সিলের পটভূমি, উদ্দেশ্য, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, কার্যাবলী	ওয়েবসাইট ও মুদ্রিত কপি
২.	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নাম, পদবী ও ফোন নম্বর	ওয়েবসাইট
৩.	তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য	ওয়েবসাইট
৪.	সেবার বিষয় সম্পর্কিত সিটিজেন্স চার্টার	ওয়েবসাইট
৫.	নিয়োগ/বদলী/পদায়ন/প্রেষণ/পদন্নতি সংক্রান্ত আদেশ	ওয়েবসাইট
৬.	বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক আদেশ, বিজ্ঞপ্তি ও প্রজ্ঞাপন	ওয়েবসাইট
৭.	জাতীয় কৃষি প্রদর্শনী কেন্দ্র বিষয়ক তথ্য	ওয়েবসাইট
৮.	জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম বিষয়ক তথ্য	ওয়েবসাইট
৯.	জলবায়ু ডাটাবেস বিষয়ক তথ্য	ওয়েবসাইট
১০.	ভূমি সম্পদ ডাটাবেজ বিষয়ক তথ্য	ওয়েবসাইট
১১.	কৃষি গবেষণা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (ARMIS) বিষয়ক তথ্য	ওয়েবসাইট
১২.	ফসলের উপযোগিতা এবং অঞ্চল বিন্যাস বিষয়ক তথ্য	ওয়েবসাইট
১৩.	পিজিআরএফএ বিষয়ক তথ্য	ওয়েবসাইট
১৪.	বিএআরসি আর্কাইভ বিষয়ক তথ্য	ওয়েবসাইট
১৫.	প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম বিষয়ক তথ্য	ওয়েবসাইট
১৬.	এগ্রিকালচারাল সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনডিকেটরস (এএসটিআই)	ওয়েবসাইট ও মুদ্রিত কপি
১৭.	ফসল পঞ্জিকা বিষয়ক তথ্য	ওয়েবসাইট
১৮.	জিআইএস ম্যাপ বিষয়ক তথ্য	ওয়েবসাইট
১৯.	ইনোভেশন বিষয়ক তথ্য	ওয়েবসাইট
২০.	নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন সহায়িকা বিষয়ক তথ্য	ওয়েবসাইট
২১.	অভিযোগ/পরামর্শ বিষয়ক তথ্য	ওয়েবসাইট
২২.	টেলিফোন নির্দেশিকা	ওয়েবসাইট
২৩.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক তথ্য	ওয়েবসাইট
২৪.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক তথ্য	ওয়েবসাইট
২৫.	অনলাইন সেবা বিষয়ক তথ্য	ওয়েবসাইট
২৬.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তথ্য	ওয়েবসাইট
২৭.	এসডিজি বাস্তবায়ন বিষয়ক তথ্য	ওয়েবসাইট
২৮.	বাজেট ও প্রকল্প বিষয়ক তথ্য	ওয়েবসাইট
২৯.	বিএআরসি আইন – ২০১২	ওয়েবসাইট
৩০.	সার নির্দেশিকা- ২০১৮	ওয়েবসাইট ও মুদ্রিত কপি
৩১.	কৃষি গবেষণার ভিশন ডকুমেন্ট	ওয়েবসাইট
৩২.	কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতিমালাসমূহ	ওয়েবসাইট
৩৩.	কাউন্সিলের টেন্ডার সম্পর্কিত তথ্য	ওয়েবসাইট
৩৪.	সম্প্রতি প্রকাশিত বই	ওয়েবসাইট ও মুদ্রিত কপি
৩৫.	নিউজলেটার	ওয়েবসাইট ও মুদ্রিত কপি
৩৬.	বার্ষিক প্রতিবেদন	ওয়েবসাইট ও মুদ্রিত কপি
৩৭.	উন্নয়ন প্রকল্প (চলমান)	ওয়েবসাইট
৩৮.	উন্নয়ন প্রকল্প (সমাপ্ত) সম্পর্কিত তথ্য	ওয়েবসাইট
৩৯.	প্রেস বিজ্ঞপ্তি	ওয়েবসাইট/ দৈনিক পত্রিকা
৪০.	কাউন্সিল কর্তৃক জারীকৃত নোটিস/ বিজ্ঞপ্তি	ওয়েবসাইট
৪১.	কাউন্সিলে চাকুরির বিজ্ঞপ্তি	ওয়েবসাইট/ দৈনিক পত্রিকা
৪২.	বিএআরসি'র সাফল্যের প্রতিবেদন	ওয়েবসাইট
৪৩.	জাতীয় আইসিটি নীতিমালা	ওয়েবসাইট
৪৪.	ফটোগ্যালারী সম্পর্কিত তথ্য	ওয়েবসাইট

৪৫.	জনসচেনতামূলক বিজ্ঞপ্তি	ওয়েবসাইট/ দৈনিক পত্রিকা
৪৬.	অনুষ্ঠিত সভা/কর্মশালা/সেমিনার এর তথ্য	ওয়েবসাইট
৪৭.	বিভিন্ন বিষয়ের কমিটি ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর	ওয়েবসাইট

কর্তৃপক্ষ আরো যে সকল তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করবে

১	চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্যের তালিকা	তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকার পরিশিষ্ট, সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড, কর্তৃপক্ষের/তথ্য প্রদান ইউনিটের ওয়েবসাইট, পরিদর্শনের জন্য অফিসে রক্ষিত থাকবে।
২	প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্যের তালিকা	তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকার পরিশিষ্ট, সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড, কর্তৃপক্ষের/তথ্য প্রদান ইউনিটের ওয়েবসাইট, অফিসে পরিদর্শনের জন্য রক্ষিত থাকবে।
৩	স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা	তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকার পরিশিষ্ট, সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড, কর্তৃপক্ষের/তথ্য প্রদান ইউনিটের ওয়েবসাইট, অফিসে পরিদর্শনের জন্য রক্ষিত থাকবে।
৪	আবেদন, আপিল ও অভিযোগের ফরম	তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকার পরিশিষ্ট, কর্তৃপক্ষের/ তথ্য প্রদান ইউনিটের ওয়েবসাইট, অফিসে হার্ড ও সফট্ কপি।

পরিশিষ্ট-৫ : প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্যের তালিকা

নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রদান ও প্রকাশ করতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকবে না-

- কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হতে পারে এরূপ তথ্য;
- কর্মী ও উপকারভোগীর ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হয়, এরূপ তথ্য।
- বিচারাধীন মামলার তথ্য যা ওই মামলার সুষ্ঠু বিচারকার্যকে ব্যাহত করতে পারে, এরূপ তথ্য।
- তদমত্মাধীন বিষয় সংশ্লিষ্ট কোনো তথ্য, যার প্রকাশ তদন্তকাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে।
- কোনো ক্রয় কার্যক্রমের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা এর কার্যক্রম সংক্রান্ত কোনো তথ্য।
- গবেষণার সূত্র বা কৌশল বা কারো বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে, এরূপ তথ্য।
- নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত আগাম তথ্য, ইত্যাদি।
- বৈদেশিক সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে এমন তথ্য।
- তথ্য অধিকার আইনে ধারা ৭ মোতাকে নিষেধ আছে এমন তথ্য।

পরিশিষ্ট ৭: তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম (ফরম ক)

ফরম 'ক'

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

১। আবেদনকারীর নাম : ....
পিতার নাম :.......................................

মাতার নাম :.......................................

বর্তমান ঠিকানা :.......................................

স্থায়ী ঠিকানা :.......................................

ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে):......................................

পেশা :...

২। কি ধরনের তথ্য (প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন):.....................................

৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত/
ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি :...

৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা :...
৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা :...
৬। তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা :..
৭। আবেদন তারিখ :.......................................

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট ৮: তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ (ফরম খ)

ফরম 'খ'

তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ

আবেদনপত্রের সূত্র নম্বর: তারিখ:
প্রতি
আবেদনকারীর নাম:...................................
ঠিকানা:..
বিষয়: তথ্য সরবরাহের অপারগতা সম্পর্কে অবহিতকরণ।
প্রিয় মহোদয়,
আপনার ....তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থিত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভবপরর হইল না, যথা:-
১।..
....
২।..
....
৩।...

(......................)
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম
পদবি
দাপ্তরিক সীল

পরিশিষ্ট ৯: আপীল আবেদন ফরম (ফরম গ)

ফরম ‘গ’
আপীল আবেদন

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) :..
২।আপীলের তারিখ :..
৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহার কপি (যদি থাকে) :..
৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নাম সহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) :..
৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :..
৬।আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুদ্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) :..
৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি :..
৮।আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন :..
৯। অন্য কোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারীর ইচ্ছা পোষণ করেন:...

আপীলকারীর স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট ১০: তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি ও তাহার মূল্য ফি:

ফরম ‘ঘ’

তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি

তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত টেবিলের কলাম (২)-এ উল্লিখিত তথ্যের জন্য উহার বিপরীতে কলাম (৩)-এ উল্লিখিত হারে ক্ষেত্রমতে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য হইবে, যথা:

ক্র.নং	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি/তথ্যের মূল্য
১	২	৩
১	লিখিত কোন ডকুমেন্টের কপি সরবরাহের জন্য (ম্যাপ, নকশা, ছবি, কম্পিউটার প্রিন্টসহ)	এ-৪ ও এ-৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হারে এবং তদুর্ধ্ব মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য
২	ডিস্ক, সিডি ইত্যাদিতে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে	(১) আবেদনকারীর কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে (২) তথ্য সরবরাহকারীর ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে উহার প্রকৃত মূল্য
৩	কোন আইন বা সরকারি বিধান বা নির্দেশনা অনুযায়ী কাউকে সরবরাকৃত তথ্যের ক্ষেত্র	বিনামূল্যে
৪	মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে	প্রকাশনায় নির্ধারিত মূল্য

ফরম –'ক'
[প্রবিধান-৩(১) দ্রষ্টব্য]
অভিযোগ দায়ের ফরম

অভিযোগ নং..

১। অভিযোগকারীরর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ)	:...
২। অভিযোগ দাখিলের তারিখ	:...
৩। যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা	:...
৪। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদ কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে)	:...
৫। সংক্ষুদ্ধতার কারণ (যদি কোনো আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনায়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)	:...
৬। প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা	:...
৭। অভিযোগে উল্লিখিত বক্তব্যের সর্মথনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)	:..

সত্যপাঠ

আমি/ আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য ।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)